কুষ্টিয়ার মিরপুরে ন্যায্য মূল্যে মাংস, ডিম ও দুধ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তির খবর নিয়ে এসেছে কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, মিরপুর।

যৌথ উদ্যোগে ন্যায্য মূল্যে গরুর মাংস, ডিম ও দুধ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ নাজমুল ইসলাম এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ আব্দুল্লাহিল কাফি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল ইসলাম বলেন, রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতার কথা বিবেচনায় রেখে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশি ষাঁড় গরুর মাংস প্রতি কেজি ৬৭০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩৪ টাকা এবং দুধ প্রতি লিটার ৭০ টাকা দরে বিক্রয় করা হচ্ছে। নির্ধারিত মূল্যতালিকা অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় নিশ্চিত করতে তদারকি ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ আব্দুল্লাহিল কাফি বলেন, ছুটির দিন ব্যতীত আগামী ২৭ রমজান পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলমান থাকবে। উদ্যোগটি সাধারণ মানুষের মাঝে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। অনেকেই মনে করছেন, এ ধরনের কার্যক্রম বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং রমজানে ক্রেতাদের স্বস্তি দেবে।

সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে পণ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকলে বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ হবে।

ঝিনাইদহে পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রয় সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন

বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রয় ও প্রকাশনা সমিতির ঝিনাইদহ জেলা শাখার (২০২৬-২০২৭) দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে রাজু বুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী মো: মোস্তাফিজুর রহমান টিপু সভাপতি এবং উদয়ন বুক হাউস এর স্বত্বাধিকারী মোঃ মোহায়মেনুর রহমান রাজু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে।

আজ বিকালে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রয় সমিতির কার্যালয়ে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়। জেলার পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রয় সমিতির সদস্যরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

নির্বাচনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ মোট ১৭টি পদে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

এই নির্বাচনে বিজয়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সকলকে ঝিনাইদহ জেলা দোকান মালিক সমিতি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

গাংনী প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন

বিক্রয়ের অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

ডা. আলাউদ্দিন গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগদানের পর থেকে গোপনে সরকারি বরাদ্দকৃত ঔষধ ও বিভিন্ন ভ্যাকসিন খামারিদের নিকট থেকে ৩ হাজার ৭০০ টাকা করে নিয়ে এই ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।

গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর ভেটেরিনারি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন খামারে গরুর সংখ্যা ৫৮ হাজার ৩৬৫টি, খাসি ছাগলের সংখ্যা ১ লাখ ৩ হাজার ৮৬৯টি, ছোট ছাগলের সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭০টি, ভেড়ার সংখ্যা ২ হাজার ৯১৭টি এবং মহিষের সংখ্যা ৬৫২টি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে সরকারিভাবে লাম্পি স্কিন (এলএসডি) রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার গরুর মৃত্যু হচ্ছে।

ভাইরাসজনিত এই রোগে আক্রান্তের মধ্যে ছোট বাছুরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ায় গরু-বাছুর নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন খামারিসহ এলাকার হাজার হাজার কৃষক।

সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন না পেয়ে অনেক খামারী অতিরিক্ত দামে বাইরে থেকে ভ্যাকসিন ক্রয় করে গরুকে দিচ্ছেন। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন ডা. আলাউদ্দিন এমন অভিযোগ খামারিদের। অভিযোগ রয়েছে, তিনি বিভিন্ন ফার্মেসিতে বিশেষ সুবিধা নিয়ে গোপনে ওই ঔষধ সরবরাহ করে থাকেন।

প্রতিষেধক হিসেবে সরকারিভাবে প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে (এলএসডি) ভ্যাকসিন বরাদ্দ দিলেও, বিভিন্ন অজুহাতে লাম্পি স্কিন ডিজিজের জন্য সরকারি কোনো ভ্যাকসিন নেই বলে খামারিদের বিদায় করছেন প্রাণীসম্পদ অফিসের ওই কর্মকর্তা।

গাংনী উপজেলায় পৌরসভাসহ ৯টি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার খামারী ও কৃষকের ঘরে প্রায় ২ লাখ গরু-বাছুর রয়েছে। বর্তমানে সেখানে লাম্পি

স্কিন রোগের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বাড়ছে।

এর মধ্যে কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর, হাড়াভাঙ্গা, সাহারনগর, ষোলটাকা ইউনিয়নের কাষ্টদহ, জুগিরঘোফা, ষোলটাকা, মিনাপাড়া, সাহারবাটি ইউনিয়নের ধর্মচাকী, ভোমরদহ, হিজলবাড়ি, ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা, যুগিন্দা, ভাটপাড়া গ্রাম এলাকায় রোগটির প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি।

এদিকে স্থানীয় কয়েকজন কৃষক জানিয়েছেন, লাম্পি স্কিন রোগ (এলএসডি) ছড়িয়ে পড়ায় খামারিসহ এলাকার হাজারো কৃষক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে ভ্যাকসিন না পেয়ে তাদের অনেকের মনে এখন ‘লাম্পি আতঙ্ক’ বিরাজ করছে। অনেক খামারী বাইরে থেকে ৩ হাজার ৭০০ টাকা দরে ক্রয় করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন গরু খামারী জানান, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার যোগসাজশে প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আলাউদ্দিন সরকারি ঔষধ গোপনে বিভিন্ন ফার্মেসির কাছে দিয়ে সরকারি ভ্যাকসিন ও ঔষধ বিক্রি করে আসছেন।

এছাড়াও সরকারি বেতনভুক্ত প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা চিকিৎসাপত্রে নামমাত্র কোম্পানির ঔষধ এবং ভিটামিন পণ্য লিখে খামারিদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন।

ভুক্তভোগী খামারিরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিন বাইরে ঔষধ ও ভ্যাকসিন বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে বলেন, “আমি কোনো ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয় করিনি। যদি কেউ বলে থাকে, সেটা মিথ্যা বলেছে। সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন বিনামূল্যে খামারিদের দেওয়া হচ্ছে। টাকা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।”

সরকারি ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোত্তালেব আলী বলেন, “চলতি বছর এই প্রথম লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন সরকারিভাবে বরাদ্দ পেয়েছি। ৫ হাজার ৪০০ ডোজের মধ্যে ৪ হাজার ৪৯৬ ডোজ গরুকে দেওয়া হয়েছে। বাকি ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলমান রয়েছে। বিনামূল্যে গরু খামারিদের এই ডোজ দেওয়া হয়েছে।”

সরকারি ভ্যাকসিন বরাদ্দ পাওয়ার আগে জরুরি প্রয়োজনে কেউ কেউ ৩

হাজার টাকা বা তার বেশি দামে ভ্যাকসিন ক্রয় করে থাকতে পারেন, যা আমার জানা নেই। গাংনী পশু হাসপাতালে টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরও বলেন, “প্রকল্পভুক্ত খামারির সংখ্যা ৮৪০ জন, এর মধ্যে রেজিস্টার্ড ভুক্ত খামারিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত খামারির বাইরেও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকারি ঔষধ বাইরে বিক্রয়ের কোনো সুযোগ নেই। যে সকল গরুকে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল খামারির তালিকা আমাদের কাছে আছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন, যদি কোনো কর্মকর্তা ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রি করে টাকা নেয়। আর যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে তার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঝিনাইদহে অবৈধ মজুদকৃত সার কৃষকদের মাঝে বিক্রয়

ঝিনাইদহে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৫০৬ বস্তা অবৈধ মজুদকৃত রাসায়নিক সার কৃষকদের মাঝে সরকারী মূল্যে বিক্রয়ের আদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। গত সোমবার বিকালে এই সার জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানে অবৈধ মজুদকারী বিসিআইসি সারের সাব ডিলার নুর জালাল প্রধানকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে নগদ ১ লাখ টাকা অর্থদন্ড ও অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

গত রবিবার সকাল থেকে বৈধ কৃষকদের মাঝে এই সার বিক্রয় করা হয়। গতকাল সোমবার বিকালে সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের শালিয়া গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় রাসায়নিক সারের অবৈধ মজুদের সন্ধানে অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হোসনে আরা, সদর কৃষি কর্মকর্তা নূর নবী, অন্যান্য কৃষি কর্মকর্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা উপস্থিতে এই সার জব্দ করা হয়।

জানা গেছে, নুর জালাল প্রধান হলিধানী বাজারের মেসার্স মতিন টেডার্সের সত্ত্বাধিকারী ও বিসিআইসি’র সাব ডিলার। তিনি দীর্ঘদিন ইউনিয়নের মূল ডিলারের কাছ থেকে তার বরাদ্দের সার উত্তোলন করলেও কৃষকদের কাছে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি না করে বিভিন্ন জায়গায় মজুদ করে অবৈধভাবে বেশিদামে কালো বাজারে বিক্রি করে আসছিলেন এমন তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার বিকালে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে তার গোডাউন থেকে ৪৩ বস্তা টিএসপি ও ৪৬৩ বস্তা ডিওপি সার জব্দ করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক হোসনে আরা ২০১৮ সালের কৃষি বিপণন আইনের ১৯ এর দ ধারায় কৃত্রিম সার সংকট সৃষ্টির দায়ে নুর জালাল প্রধানকে নগদ ১ লাখ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড আরোপ করেন।

ইউএনও হোসনে আরা বলেন, জব্দকৃত সারসমূহ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে হলিধানী ইউনিয়ন ও তার পার্শ্ববর্তী সাগান্না এলাকার প্রকৃত কৃষকদের নিকট সরকারি মূল্যে বিক্রয় করা হবে। সেই আদেশ বলে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মঙ্গলবার সারাদিন এই সার কৃষকদের মাঝে বিক্রয় করা হয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রমে কোন ডিলার জড়িত হলে তার ডিলারশিপ বাতিল করা হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

ঝিনাইদহে টিসিবির পণ্য বিক্রয়ের শুভ উদ্বোধন

ঝিনাইদহে মে মাসের ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রয় শুরু করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অব-বাংলাদেশ (টিসিবি)।

আজ মঙ্গলবার (১৪ মে) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

সেসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, টিসিবি’র সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের

সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, পৌর কাউন্সিলর আবু বক্করসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এবারও ঝিনাইদহ জেলার ৬ উপজেলায় ১০১ জন ডিলারের মাধ্যমে ১ লাখ ২০ হাজার ১’শ ৩৩ জন ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে। প্রতিটি ফ্যামিলি কার্ডে ৪’শ ৭০ টাকায় ২ কেজি মসুরের ডাল, ২ লিটার সয়াবিন তেল ও ৫ কেজি চাউল মিলবে।

ঝিনাইদহে ভর্তুকি মুল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রয়ের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে ফেব্রুয়ারি মাসের ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রি শুরু করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অব-বাংলাদেশ (টিসিবি)।

আজ সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে শহরের শিশু একাডেমিতে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম। সেসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, টিসিবি’র সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মান্নান আলীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এবারও জেলার ৬ উপজেলায় ১০৫ জন ডিলারের মাধ্যমে ১ লাখ ২০ হাজার ১’শ ৩৩ জন ফ্যামিলি কার্ডধারী নিন্ম আয়ের পরিবারের মাঝে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে। প্রতিটি ফ্যামিলি কার্ডে ৫’শ ২৫ টাকায় ২ কেজি মসুরের ডাল, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি ছোলা ও ৫ কেজি চাউল মিলবে। তবে এবার রমজান উপলক্ষে ১ কেজি ছোলা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আলমডাঙ্গায় অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রয়, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় খননযন্ত্র (এক্সকাভেটর) দিয়ে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রি করার অপরাধে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ শুক্রবার দুপুর ১ টার দিকে উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর নামক জায়গায় এই অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ। ওই এক্সকাভেটরের মালিক মাটি ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান রঞ্জু। সে একই ইউনিয়নের কুমারী গ্রামের ফারাজি পাড়ার শহিদুলের ছেলে।

এলাকাবাসী ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামে গত ১ সপ্তাহ যাবৎ ধান চাষের জমিতে পুকুর খননের নামে অবৈধভাবে এক্সকাভেটর দিয়ে মাটি কেটে বিভিন্ন ইট ভাটায় বিক্রি করে আসছিলেন। এভাবে মাটি কাটায় আশপাশের বেশ কয়েকটি ফসলি জমি হুমকির মুখে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসী সহকারী কমিশনার (ভূমি)র কাছে মৌখিক অভিযোগ দেন। এর ভিত্তিতে শুক্রবার দুপুর ১ টার দিকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ সরেজমিনে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা পান। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এক্সকাভেটরের মালিক হাবিবুর রহমান রঞ্জুকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে এক্সকাভেটর তুলে ফেলা হয় ।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ জানান, জরিমানার পাশাপাশি এক্সকাভেটরের মালিককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

দামুড়হুদা জয়রামপুর রেল স্টেশনের পাশথেকে মাটি উত্তলন করে বিক্রয়

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর রেল স্টেশনের অদুরে রেললাইনের মাত্র ১০ থেকে ১২ ফুট পাশ থেকে মাটি উত্তলন করে বিভিন্ন স্থানে বিক্রির অভিযোগ উঠছে। প্রায় হাফ কিঃমিঃ জাইগা জুড়ে লম্বালম্বি করে ১০ থেকে ১২ ফুট গভীর খননের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে রেললাইন।

সরজমিনে জানাগেছে, উপজেলার জয়রামপুর রেলস্টেশনের অদূরে মসজিদ সংলগ্ন জয়রামপুর টু দর্শনা রেল লাইনের মাত্র ১০ থেকে ১২ ফুট পাশ থেকেই জয়রামপুর স্টেশন পাড়ার আব্দুল মতিন মাওঃ এর ছেলে সাখাওয়াত অবৈধ মাটি উত্তোলনকারী ভেকু মেশিন দিয়ে রেল লাইনের পাশ থেকে গভীর খনন করে প্রায় কোয়ার্টার কিঃমিঃ মাটি উত্তোলন করেছে এবং তা বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করা হচ্ছে।

এবিষয়ে অভিযোগ তোলে স্থানীয় এলাকাবাসী। বেশ অনেক খানিক জায়গা জুড়ে প্রায় ১০থেকে ১২ ফুট গভীর করে মাটি উত্তলন করে তা স্থানীয় বিভিন্ন ইট ভাটা সহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করছে। ১০ থেকে ১২ ফুট গভীর করে এ মাটি উত্তোলন করার ফলে হুমকির মুখে পড়েছে রেললাইন।

এবিষয়ে সাখাওয়াত এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য তার বাড়ি গেলে তাকে পাওয়া যাইনি এবং তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যাই। জয়রামপুর গ্রামের স্থানীয় একজন সচেতন ব্যক্তি সৈয়দ বিন মোশারফ বলেন, যতদূর জেনেছি যে স্থান থেকে মাটি উত্তোলন করা হচ্ছে সেই স্থান মালিকানাধীন। কিন্তু তারপরও সরকারি স্থাপনার পাশ থেকে এত গভীর করে মাটি উত্তোলন করার ফলে বর্ষার মৌসুমে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধসে যেতে পারে। সরকারি ভূমি আইনে আছে জমির কোন প্রকৃতি পরিবর্তন করা যাবে না, এবং নিজের জমিতেও যদি মাটি খনন বা গর্ত অথবা পুকুর খনন করা হয় সে ব্যাপারেও স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের অনুমতি নিতে হবে। তারা অনুমতি নিয়ে এই মাটি উত্তোলন করছে কিনা তা আমার জানা নেই, তবে সরকারিভাবে কখনো রেল লাইনের পাশ থেকে মাটি উত্তোলন করে ইটভাটায় বিক্রির জন্য অনুমতি দেবেন বলে আমার মনে হয় না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জয়রামপুর স্টেশন পাড়ার জৈনক ব্যক্তি বলেন, জমি মালিকানাধীন এটা সত্যি, কিন্তু তাই বলে রেললাইনের পাশ থেকে মাটি তুলে তা ইট ভাটায় বিক্রি করবে এটা মোটেই ঠিক না। এটা কোন দেশ প্রেমের মধ্যে পড়ে না,রেল লাইন দেশের জাতীয় সম্পদ, ইচ্ছা করে রেললাইন ধ্বংসের পরিকল্পিত পায়তারা বলে আমি মনে করি। রেললাইনের পাশ থেকে মাটি তুলে বিক্রি করতে হবে এটা কোন ধরনের কথা। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি।

উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সহকারী কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম বলেন, শুনেছি রেললাইনের পাশ থেকে মাটি উত্তোলন করছে কিন্তু এটা তো আমাদের দপ্তরের বিষয় নয়। এটা রেলওয়ের বিষয়। শুনেছি জিআরপি পুলিশ এসেছিল তারপরে কি হয়েছে আমি জানিনা, আমাকে কেউ কিছু জানায়নি।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, রেললাইনের পাশ থেকে কারা মাটি খনন করে বিক্রয় করছে সে বিষয়ে আমি কিছু জানিনা এবং আমাকে এবিষয়ে কেউ কিছু জানাইনি।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, বিষয়টি আমি দেখছি, সরজমিনে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।